بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

করোনা ভাইরাস সম্পর্কে
সৈয়দনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর
সর্বশেষ দিক নির্দেশনা

২১ মার্চ ২০২০

(আসিফ মাহমুদ বাসিত, আল-হাকাম পত্রিকা)

হুযূর আনওয়ার (আই.) ২০ মার্চ ২০২০ জুমু'আর খুতবা প্রদানকালে এর শেষাংশে করোনা ভাইরাস সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। আজ (২১ মার্চ ২০২০) সকালে খাকসার মুলাকাত এর জন্য উপস্থিত হলে হুযূর আনওয়ার এ সম্পর্কে বিশ্বের সর্বশেষ পরিস্থিতি, বিশেষজ্ঞদের অভিমত এবং সাধারণ মানুষের অনুভূতি সম্পর্কে অত্যন্ত অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ আলোচনা করেন।

আহমদীদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে হুযূর আকদাস বলেন:

"কোন কোন আহমদী এ রোগকে প্লেগ বলে অভিহিত করেছেন, কেউ বলছেন যে এটাও প্লেগের মতোই একটি নিদর্শন। অথচ এমনটি নয়। যে যুগে প্লেগ এর মহামারী দেখা দিয়েছিল তার পূর্বে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এর সংবাদ দিয়েছিলেন। এ কারণেই এ প্লেগের মহামারী একটি নিদর্শন সাব্যস্ত হয়েছিল।

"আবার এ মহামারীর সূচনার পূর্বেই আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এ সংবাদ দিয়েছিলেন যে হুযূর (আ.)-এর উপর ঈমান আনয়নকারীদেরকে নিরাপদ রাখা হবে। এ কারণেও সেই প্লেগের মহামারী একটি নিদর্শনে পরিণত হয়েছিল।

"তবে তখনও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছিলেন যে, এমন হতে পারে যে কাদিয়ানেও এক-আধ জন আক্রান্ত হয়ে পড়ে। আর কেউ কেউ এই রোগে আক্রান্তও হয়েছিল, কিন্তু প্লেগ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা নিজে সংবাদ দিয়েছিলেন যে এটি কোন সময়ে বিস্তার লাভ করবে এবং কিভাবে এটি ছড়িয়ে পড়বে, এ কারণে এর সংক্রমণ একটি নিদর্শন ছিল।

"এ সত্ত্বেও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সেই যুগে সাধারণভাবে দুনিয়ার এই আযাব থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করতে থাকতেন এবং তাঁর রহমত যাচনা করতে থাকেন।

"করোনাভাইরাস-এর জন্য তো না এমন কোন সংবাদ রয়েছে. আর না কোথাও আমি এমন মন্তব্য করেছি যে এমন কোন নিদর্শন যা প্রকাশিত হয়েছে।"

এরপর [হুযূর আকদাস] কিছুক্ষণ নীরব ছিলেন। খাকসার পরবর্তী কথা উপস্থাপন করার উপক্রম ছিল এমন সময়ে হুযূর বললেন:

"এখন দেখো ১৯১৮ বা ১৯১৯ সালে যে ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমণ হয়েছিল, তা কাদিয়ান পর্যন্ত পৌঁছে ছিল। অগণিত মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল। সতর্কতামূলক যে সকল ব্যবস্থা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) ঘোষণা করেছিলেন তাও পাওয়া যায় যেমন দারচিনি যুক্ত পানি পান করা প্রভৃতি। বরং মুসলেহ্ মওউদ (রা.) স্বয়ং ইনফ্লুয়েঞ্জার আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন। বরং খুব মারাত্মক ভাবে হয়েছিলেন।"

এরপর হুযূর আনওয়ার নিজের নিকটে অবস্থিত বুক শেল্ফ এর দিকে গেলেন এবং তারীখে আহমদীয়াত-এর চতুর্থ খণ্ড বের করলেন। মুহূর্তেই হুযূর যে জায়গাটি খোঁজ করছিলেন তা পেয়ে গেলেন। হুযূর আকদাস বললেন:

"হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-তো ওসীয়্যত পর্যন্ত লিখিয়ে দিয়েছিলেন যে যদি কোন কারণে এই আক্রমণে কিছু হয়ে যায় তখন কি করণীয়।"

এরপর হুযূর সেই যুগ সম্পর্কে সেই তিন পৃষ্ঠা পড়ে শোনান। এর উদ্ধৃতাংশ নিচে প্রদান করা হলো:

ইনফ্লুয়েঞ্জার বিশ্বজনীন মহামারীতে জামা'তের নিঃস্বার্থ সেবা

১৯১৮ সালে (প্রথম) বিশ্বযুদ্ধের একটি পরিণাম ইনফ্লুয়েঞ্জা হিসেবে প্রকাশিত হয়। এ সংক্রমণ সারা পৃথিবীতে এমন ধ্বংসযজ্ঞ ছড়িয়ে দিয়েছিল যা যুদ্ধের ময়দানে বিরাজমান ধ্বংসযজ্ঞের চেয়েও যেন মারাত্মক ছিল। ভারতবর্ষের উপরেও রোগের কঠিন আক্রমণ ছিল। যদিও শুরুতে মৃত্যুর হার কম ছিল। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তা অনেক বেড়ে গিয়েছিল আর চতুর্দিকে এক মহা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সেই দিনগুলোতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর নির্দেশনার অধীনে আহমদীয়া জামাত অসাধারণ সেবা প্রদান করে। আর জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সমাজের প্রত্যেক স্তরের মানুষের সাহায্য-সহযোগিতা ও চিকিৎসা সেবা প্রদানে অসাধারণ ভাবে অংশ নেয়। আহমদী ডাক্তারগণ এবং আহমদী চিকিৎসাকর্মীবৃন্দ নিজেদের স্বেচ্ছামুলক সেবা পেশ করে কেবল কাদিয়ানেই খোদা তা'লার সৃষ্টির সেবার হক আদায় করেন নি, বরং শহরে শহরে আর গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে চিকিৎসা সাহায্য পৌঁছেছিলেন। আর সাধারণ স্বেচ্ছাসেবকগণ নার্সিং প্রভৃতি সেবা প্রদান করেন এবং গরীবদের সাহায্য করার জন্য জামায়াতের পক্ষ থেকে অর্থ ও খাদ্যসামগ্রীর বন্টন করা হয় ... সেই দিনগুলোতে আহমদী ভলেন্টিয়ারগণ [যাঁদের মধ্যে হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা)-ও শামিল ছিলেন] নিদারুণ কষ্ট ও কাঠিন্য শিকার করে দিন-রাত রোগীদের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন আর কোন কোন অবস্থায় যখন কর্মীগণ নিজেরাও অসুস্থ হয়ে পড়তেন আর নতুন কর্মী পাওয়া যেত না, তখন অসুস্থ স্বেচ্ছাসেবকই তার রোগের কারণে একেবারে কাবু হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে না পড়া পর্যন্ত অন্যান্য রোগীদের সেবা করে যেতে থাকতেন। তাঁরা নিজেদের আরাম এবং নিজেদের চিকিৎসার উপর অন্যদের আরাম এবং অন্যদের চিকিৎসাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। এটি এমন এক কর্মগাঁথা ছিল যে, বন্ধু-শত্রু নির্বিশেষে সকলেই আহমদীয়া জামা'তের নিঃস্বার্থ খেদমতের স্বীকৃতি প্রদান করেছিলেন। আর নিজেদের বক্তৃতাদি ও লেখনী উভয়ের মাঝে স্বীকার করেছেন যে এই অবস্থায় আহমদীয়া জামা'ত বড় কর্তব্যনিষ্ঠার সাথে নিবেদিতপ্রাণভাবে কাজ করে অনেক উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

[তারীখে আহমদীয়াত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২০৮-২০৯]

এরপর হুযূর বলেন:

"এ রোগ-ব্যাধি তো আসতেই থাকবে। এখন প্রত্যেক রোগকে নিদর্শন বলে ঘোষণা করা আর এই ধারণাপ্রসূত কথা শুরু করে দেয়া যে আহমদীদের কিছুই হবে না, বা যা কেউ কেউ বলছেন যে, মুখলেস আহমদীদের কিছুই হবে না, একেবারেই ভুল কথা। এ রোগ-ব্যাধিসমূহকে কারো ঈমানের মাপকাঠি বানানো যেতে পারে না। আর যে ওসিয়্যত হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখিয়েছিলেন তার শুরুতেই লেখা ছিল, 'আমি মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, পিতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ...'। অর্থাৎ হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) ওসীয়্যত লিখছেন, আর নিজের পিতৃপরিচয় লিখছেন যে, তিনি মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুত্রও বটে। এ সত্ত্বেও রোগের আক্রমণ হয়েছে এবং বড় কঠিন আক্রমণ হয়েছে। সুতরাং রোগে আক্রান্ত হওয়া কোনভাবেই কারো ঈমানের মাপকাঠি নয়।"

এরপর আবার [হুযূর আকদাস] কিছুক্ষণ নীরব ছিলেন। কিন্তু মনে হচ্ছিল যে হুযূর এখনো এ বিষয়ে আরো কিছু কথা বলবেন। সংক্ষিপ্ত বিরতির পর হুযূর বললেন:

"এই উদ্ধৃতি বের করে আল-হাকামে ছাপিয়ে দাও যেন সবাই পড়ে নেন আর সবার ভুল ধারণা দূর হয়ে যায়। যদি এটি নিদর্শন হত, তাহলে সবার আগে আমি ঘোষণা করতাম এটি একটি নিদর্শন। আমি তো একেবারে শুরু থেকেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থাসমূহ আর প্রতিষেধকমূলক ঔষধ বলে দেয়া শুরু করে দিয়েছিলাম। সেই সময় থেকে বলা শুরু করেছিলাম যখন এই রোগ চীনের বাইরেও তেমন বিস্তার লাভ করেনি। যদি আমি একে কোন প্রকারের নিদর্শন মনে করতাম তাহলে তো আমি প্রতিষেধকমূলক ঔষধ গ্রহণ করা থেকে বারণ করতাম।

"আমিতো পূর্বেও বলেছি আর এখনো এটাই বলে যাচ্ছি যে, বিশেষজ্ঞদের পক্ষ থেকে সরকারিভাবে নিরাপত্তামূলক যে ব্যবস্থাসমূহ বর্ণনা করা হচ্ছে সকলে যেন এর উপর আমল করেন।

"আমি এখানে আমীর সাহেবকেও বলে দিয়েছি, সদর খোদ্দামুল আহমদীয়াকেও বলে দিয়েছি, হিউম্যানিটি ফার্স্টকেও বলে দিয়েছি যে এই দিনগুলোতে মানুষের সহযোগিতা এবং কল্যাণ এর জন্য যতটুকু সম্ভব ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। তারীখে আহমদিয়াত থেকে এই উদ্ধৃতিও যদি ছাপিয়ে দাও তাহলে বাকি দেশগুলোতেও তারা এটি জেনে যাবেন এবং সেখানকার আমীরগণ ও সদরগণ প্রমুখও এ অনুযায়ী সাহায্য-সহযোগিতামূলক কর্মসূচীর পরিকল্পনা প্রস্তুত করে নিবেন।"

এই কথোপকথনের পরিসমাপ্তি এই শব্দগুলো দিয়ে হয়েছিল যে:

"আহমদীদের উচিত এ সময় নিদর্শন সন্ধান করার পরিবর্তে নিজেদের জন্য, আর নিজেদের পরিবারবর্গের জন্য, আর মসজিদসমূহের জন্য যে সকল সতর্কতামূলক ব্যবস্থা বলে দেয়া হয়েছে, এর উপর আমল করুন। আর নিজেদের আশেপাশে এ সর্তকতাসমূহকে বজায় রেখে যেখানে কারো সাহায্য করা সম্ভব তা করুন। আল্লাহ্ তা'লাকে সন্তুষ্ট করার জন্য এটি আবশ্যক যে তাঁর সৃষ্টির দিকে যেন দৃষ্টি রাখা হয় আর সর্বোপরি এই যে নিজের জন্য এবং মানবতার জন্য আল্লাহ্ তা'লার কাছে ঝুঁকুন এবং তাঁর অনুগ্রহ কামনা করুন।"